কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মাননীয় বিচারপতি মোঃ শব্বর রশিদী

২০২১ সালের ডব্লু. পি. সি. টি. নং ৪৭

ভারতের ইউনিয়ন এবং আরেকজন

বনাম

মহম্মদ নূরুল হক

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী কুমার জ্যোতি তিওয়ারি, আইনজীবী শ্রী বিশ্বজিৎ মাইতি, আইনজীবী শ্রী অরিজিৎ মজুমদার, আইনজীবী
উত্তরদাতার জন্যঃ	শ্রী সপ্তাংশু বসু, সিনিয়র আইনজীবী শ্রী বি. চ্যাটার্জি, আইনজীবী শ্রী এস. কে. দত্ত, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছে-:	০৫ অক্টোবর, ২০২৩
রায়ঃ	**১১ অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি দেবাংশু বসাক :-

১. কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ও এ /৩৫০/৭৭৬৮/২০২০-এ গৃহীত ১৪ই জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের আদেশের উপর ভারত সরকার আক্রমণ করেছে।

২. আপত্তিকর আদেশের মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনাল পূর্ব রেলওয়ের ডিআরএমকে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিয়মিতকৃত অন্যান্য পার্সেল পোর্টারদের সাথে উপযুক্ত সুবিধা সহ বেসরকারী বিবাদীকে নিয়মিতকরণের আদেশ জারি করার নির্দেশ দিয়ে মূল আবেদনটি মঞ্জুর করেছে।

৩. ভারত সরকারের পক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, পার্সেল পোর্টার্স নিয়মিতকরণের জন্য মামলা শুরু করেছিল, যার মধ্যে সময়ে সময়ে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন আদেশ জারি করা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে, তিনি **২০০৩ খণ্ড ১১ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৫৯০ (এআই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুড পোর্টার্স ইউনিয়ন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা) এবং ২০১৮ খণ্ড ১৮ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ১৬৮ (রাম ভজন দাস এবং অন্যান্যরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য) এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।**

৪. ভারত সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, বেসরকারী বিবাদীকে জ্যেষ্ঠতা তালিকায় রাখা হয়েছে যা তাকে নিয়মিতকরণের অধিকার দেয় না। তাছাড়া, বর্তমানে, এমন কোনও পদ খালি নেই যেখানে বেসরকারী বিবাদীকে নিয়মিতকরণ করা যেতে পারে।

৫. ভারত সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, বেসরকারী বিবাদী ২৪০ দিন ধরে একটানা চাকরিতে ছিলেন না। তাছাড়া, তার চাকরির অবসান করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে শ্রম ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

৬. ভারত সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, প্রাইভেট বিবাদীকে প্রায় ১২০ জন প্রার্থীর সাথে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রাইভেট বিবাদী স্ক্রিনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। স্ক্রিনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অন্যান্য সকল প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে এআই রেলওয়ে পার্সেল অ্যান্ড গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে) এর উল্লেখ করেছেন যে, প্রাইভেট বিবাদীকে স্ক্রিনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৭. ভারত সরকারের পক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, ট্রাইব্যুনাল আপত্তিকর আদেশ প্রদানের সময় বিচক্ষণতার সাথে বিচার না করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নেয়নি এবং বেসরকারী বিবাদীকে নিয়মিতকরণের নির্দেশ দেয়, যখন বেসরকারী বিবাদী এই আদেশের অধিকারী ছিল না।

৮. ভারত ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে, বেসরকারী বিবাদী তার নিয়মিতকরণের দাবির বিষয়ে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করেছেন। বেসরকারী বিবাদীর মূল আবেদনে আপত্তিজনক আদেশ জারির আগে, তিনি একটি মূল আবেদন OA 1269/2014 দাখিল করেছিলেন যা 22 ফেব্রুয়ারী, 2019 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ট্রাইব্যুনালের এই আদেশে ডিআরএমকে ব্যক্তিগত বিবাদীর ব্যক্তিগত শুনানি করতে হবে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি বিবেচনা করতে হবে এবং একই পরিস্থিতিতে পার্সেল পোর্টারদের সমান সুবিধা প্রদানের জন্য উপযুক্ত আদেশ জারি করতে হবে। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের আদেশ অনুসারে, ডিআরএম ৮ মে, ২০১৯ তারিখে ব্যক্তিগত বিবাদীর ব্যক্তিগত শুনানি করেছিলেন এবং ১২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে একটি বক্তব্য রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রেলওয়ে ইতিমধ্যে ৪৭ জন প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এআই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে) -এ সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনা প্রাপ্ত মূল কার্যধারায় বেসরকারী বিবাদী কোনও পক্ষ ছিল না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ডিআরএম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বেসরকারী বিবাদীর পুনরায় স্ক্রিনিং করা উচিত এবং এআই রেলওয়ে পার্সেল অ্যান্ড গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (সুপ্রা) এর সাথে সম্মতিতে ৪৭ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে যেভাবে স্ক্রিনিং করা হয়েছিল, সেইভাবেই স্ক্রিনিং করা উচিত এবং যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কাজ করার সময়কাল অনুসারে বিভিন্ন দাবিদারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয় এবং যারা দীর্ঘ সময় ধরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন তাদের কম সময়ের কাজের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৯. ভারত ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা কখনই কর্মী, জন-অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের (কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, নৈমিত্তিক শ্রমিক (অস্থায়ী মর্যাদা এবং নিয়মিতকরণ) প্রকল্পের অধীনে প্রয়োজনীয় ২৪০ দিনের কাজ করেননি। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দায়ের করা সম্পূরক হলফনামার সাথে সংযুক্ত নথির দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলস্বরূপ, তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা বিতর্কিত আদেশে ট্রাইবুনেলের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের অধিকারী ছিলেন না।

১০. বেসরকারি বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, এআই রেলওয়ে পার্সেল অ্যান্ড গুডস পোর্টার্স ইউনিয়নের (উপরে) আদেশের তারিখে বেসরকারি বিবাদীর নিয়মিতকরণের অধিকার স্ফটিক হয়ে গেছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, বেসরকারি বিবাদী ১৯৯৩ সালের প্রকল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় কারণ এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে এটি রেলওয়েতে অস্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১১. বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষত ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ২০১৪ সালের ও. এ ১২৬৯-এ গৃহীত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯-এর আদেশ এবং ২০১০ সালের ডব্লিউ. পি. সি. টি ২৫০-তে গৃহীত ৮ই অক্টোবর, ২০১৩-এর হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ. আই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরোক্ত)-এ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বেসরকারী উত্তরদাতা নিয়মিতকরণের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

১২. বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী ২০০৬ সালের খণ্ড ২ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৭৪৭ (কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম সি. ললিতা)-এর উপর নির্ভর করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, বেসরকারী উত্তরদাতার বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে বৈষম্য করা হয়েছে। বেসরকারী উত্তরদাতা নিয়মিতকরণের সাথে চাকরিতে সমতার অধিকারী ছিলেন কারণ বেসরকারী উত্তরদাতা একইভাবে অবস্থিত এবং অন্যান্য পার্সেল কুলির মতো একইভাবে আচরণ করা উচিত যাদের নিয়মিত করা হয়েছিল। তিনি ১৯৮৭ সালের খণ্ড ৪ সুপ্রিম কোর্টের ৩১ টি মামলার উপরও নির্ভর করেছেন (কেআই শেফার্ড এবং অন্যান্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা) এই প্রস্তাবের জন্য যে, একটি প্রকল্পের অধীনে কিছু কর্মচারীকে বাদ দেওয়া লঙ্ঘনকারী ছিল অনুচ্ছেদ ১৪-এর ।

১৩. পূর্ব রেলের ঠিকাদারদের মাধ্যমে পার্সেল কুলিদের নিয়োগের নীতি ছিল। পূর্ব রেল দ্বারা নিযুক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে অন্যতম ছিল শালিমার কন্ট্রাক্ট সমবায় সমিতি লিমিটেড, যার অধীনে আবেদনকারী ২০০৩ সালের ১লা জুন থেকে ২০০৭ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এবং ২০০৮ সালের ১লা মে থেকে ২০০৮ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এবং ১৯৯৭ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ২০০১ সালের ৩রা মার্চ পর্যন্ত হাওড়া পার্সেল হ্যান্ডলিং কন্ট্রাক্ট পোর্টার হিসাবে কাজ করেছিলেন।

১৪. অস্থায়ী ভিত্তিতে রেলওয়েতে পার্সেল কুলি হিসাবে কাজ করা ব্যক্তিদের ভাগ্য সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা এআই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে)-তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যেখানে পার্সেল কুলিদের নিয়মিতকরণের জন্য ভারত সরকার এবং রেল প্রশাসনকে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

১৫. রেলওয়ে ২৫ এপ্রিল, ২০০৫ তারিখে রেলওয়ে বোর্ডের একটি সার্কুলার জারি করেছিল, যেখানে পার্সেল পোর্টার হিসেবে কাজ করা ঠিকাদার শ্রমিকদের নিয়োগের জন্য বলা হয়েছিল। বেসরকারি বিবাদী পার্সেল পোর্টার হিসেবে কাজ করা সত্ত্বেও রেলওয়ে তাদের পরিষেবা নিয়মিত করেনি। বেসরকারি বিবাদী নিয়মিতকরণের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কয়েকবার আবেদন করেছিলেন।

১৬. যেহেতু রেলওয়ে বেসরকারি বিবাদীর পরিষেবা নিয়মিত করেনি, তাই তিনি নিজের এবং সমিতির অন্যান্য সদস্যদের জন্য একই সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট ২৯শে অক্টোবর, ২০০৭ তারিখের এক আদেশে বেসরকারি বিবাদীকে উপযুক্ত ফোরাম থেকে যথাযথ প্রতিকার চাইতে স্বাধীনতা দিয়েছিল।

১৭. এরপরে, ২৫শে এপ্রিল, ২০০৫ তারিখের রেলওয়ে বোর্ডের সার্কুলারের শর্ত নম্বর (i) এবং (vii) কে চ্যালেঞ্জ করে ট্রাইবুনেলে বিভিন্ন মূল আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, যা ২০শে নভেম্বর, ২০০৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ট্রাইবুনেলে এই সিদ্ধান্তকে ২০০৯ সালের ৭৫ নং ডব্লিউপিসিটি-র মাধ্যমে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট অন্য একটি কার্যধারায় একই বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ২৫শে এপ্রিল, ২০০৫ তারিখের রেলওয়ে বোর্ডের সার্কুলারে উল্লিখিত উপরে উল্লিখিত ২টি শর্ত বাতিল করে দিয়েছিল।

১৮. ২১শে মে, ২০১০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বেসরকারী বিবাদীর নিয়মিতকরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে এই কারণে যে বেসরকারী বিবাদী ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেননি।

১৯. ১৮ আগস্ট, ২০১০ তারিখের লেখা থেকে মনে হচ্ছে যে, রেল কর্তৃপক্ষ ২৫৯ জন ঠিকাদার শ্রমিককে নিয়োগ করেছিল এবং এই লেখা থেকে এটাও মনে হচ্ছে যে, এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছিল যারা একদিনের জন্যও ঠিকাদার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেননি।

২০. ব্যক্তিগত বিবাদী তার মামলা বিবেচনা না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে ২০১০ সালের OA ১৬৭৪ অনুসারে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন। ট্রাইব্যুনাল ১৯ আগস্ট, ২০১০ তারিখের একটি আদেশে এই মূল আবেদনটি খারিজ করে দেয়। ব্যক্তিগত বিবাদী ১৯ আগস্ট, ২০১০ তারিখের ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১০ সালের ২৫০ নং WPCT-তে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। হাইকোর্ট ৫ অক্টোবর, ২০১০ তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে রেল কর্তৃপক্ষকে স্ক্রিনিং কমিটির সামনে ব্যক্তিগত বিবাদীকে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বিবাদীকে স্ক্রিনিং পরীক্ষার জন্য ডেকেছিল। হাইকোর্ট ২০১০ সালের WPCT নং ২৫০ সংক্রান্ত রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করে স্ক্রিনিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সুনির্দিষ্ট নোট গ্রহণের পর, ২০১২ সালের ৩৯০ নম্বর রিট আবেদন (সিভিল) নং ২০১৩-তে আইএ নং ১-এ রেলওয়েকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, বেসরকারি বিবাদীর বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

২১. ২৯শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, রেলওয়ে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দাবি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে তিনি ২০১২ সালের ৩৯০ নম্বর রিট পিটিশনে (দেওয়ানি) পক্ষ নন। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা ২৯শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের লেখাটিকে ২০১৪ সালের ও. এ নং ১৩৪-এর মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের সামনে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনাল ২৯শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের লেখা বাতিল করে দিয়েছিল এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতার মামলাটি নিয়মিত করার জন্য বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছিল। এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা হয়নি।

২২. রেলওয়ে ২৫ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে একটি আদেশ জারি করেছিল - যেখানে বেসরকারী বিবাদীর দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল এবং দাবি করা হয়েছিল যে ট্রাইব্যুনালের ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি জারি করা হয়েছে।

২৩. ২৫ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের রেলওয়ের আদেশকে বেসরকারি বিবাদী ২০১৪ সালের ওএ নং ১২৬৯-এ চ্যালেঞ্জ করেছিল। ট্রাইব্যুনাল একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে রেল কর্তৃপক্ষকে ২০১৪ সালের ওএ নং ১২৬৯ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত একটি পদ খালি রাখার নির্দেশ দেয়। ট্রাইব্যুনাল ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে রেলওয়ের ২৫ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের আদেশ বাতিল করে ২০১৪ সালের ওএ নং ১২৬৯ নিষ্পত্তি করে। রেলওয়ে একটি পর্যালোচনা আবেদন দাখিল করেছিল যা ২৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল।

২৪. রেলওয়ে ১৪ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পার্সেল পোর্টারদের গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা জারি করেছিল, যেখানে রেলওয়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, ২৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

২৫. ১২ই ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের একটি লেখার মাধ্যমে, ডিআরএম সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পরিষেবাগুলি নিয়মিত করা যেতে পারে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য ব্যক্তিগত উত্তরদাতার আবার স্ক্রিনিং করা উচিত। রেলওয়ে ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের একটি লেখার মাধ্যমে বেসরকারী উত্তরদাতার স্ক্রিনিং পরীক্ষার জন্য ডেকেছিল।

২৬. ব্যক্তিগত বিবাদী তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আবেদন করেছিলেন, যার ফলে রেলওয়ে জানিয়েছে যে, তাদের কাছে কোনও উপস্থিতি রেজিস্টার এবং মজুরি পত্র নেই।

২৭. পার্সেল পোর্টার হিসেবে কাজ করার পর প্রাইভেট বিবাদীর নিয়মিতকরণের অধিকার আছে কিনা তা বিবেচনাধীন বিষয়।

২৮. বেসরকারী উত্তরদাতার দ্বারা নিয়মিতকরণের অনুরোধ এই আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, বেসরকারী উত্তরদাতা প্রাসঙ্গিক প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪০ দিন কাজ করেননি, কোনও শূন্যপদ উপলব্ধ ছিল না, ব্যক্তি ব্যক্তিগত উত্তরদাতার চেয়ে প্রবীণদের এখনও নিয়মিত করা হয়নি এবং

যে, বেসরকারী উত্তরদাতা এআই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে)-এর পক্ষ ছিলেন না এবং তাই, একই সুবিধা বেসরকারী উত্তরদাতার জন্য বাড়ানো যাবে না।

২৯. এ. আই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (সুপ্রা) ভারত সরকার এবং রেল প্রশাসনের ইউনিটগুলিকে ৩৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দেশ দিয়েছে, যা হল নিম্নরূপঃ-

> ৩৪. সহকারী শ্রম কমিশনারের প্রতিবেদন, তাতে নথিভুক্ত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দায়ের করা পাল্টা হলফনামা, জবাবের হলফনামা এবং জবাব আমরা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করেছি। প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য এবং কাজের চিরস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে নথিভুক্ত ফলাফলগুলিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। যদিও আমরা উভয় পক্ষের কথা দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি, রেল প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল আমাদের কাছে কোনও বৈধ কারণ নির্দেশ করতে সক্ষম হননি যে কেন বর্তমান রিট পিটিশনগুলি ১৯৮৮ সালের অনুরূপ রিট পিটিশন নং ২৭৭-এ এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১৫-৪-১৯৯১ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯৫ সালে পুনরুত্পাদিত সাপোর্ট (৩) এস. সি. সি ১৫২ পৃ. ১৫৩, অনুচ্ছেদ ১)/, বিশেষ করে শোষণের ক্ষেত্রে একটি সরকারী উদ্যোগ দ্বারা চুক্তি শ্রমের

``````````স্থায়ী নিয়মিত ভিত্তিতে। অতএব, আমরা মনে করি, উত্তরদাতা ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং রেলওয়েকে নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত প্রশাসনিক ইউনিটঃ

১. সহকারী শ্রম কমিশনার, লখনউকে আবেদনকারীদের দ্বারা ইতিমধ্যে রাখা সমস্ত রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এবং রেল প্রশাসনের দ্বারা রাখা রেকর্ডগুলি আবার যাচাই-বাছাই করার এবং সমস্ত পক্ষের সাথে আলোচনা ও ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনা করার এবং শেষ পর্যন্ত নিয়মিতকরণের জন্য প্রতিটি দাবিদারদের সত্যতা এবং সত্যতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি এই রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে করা হবে।

২. নতুন তদন্তের ফলাফল এবং সহকারী শ্রম কমিশনারের জমা দেওয়ার প্রতিবেদন সাপেক্ষে, রেলওয়ে প্রশাসনকে তাদের স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের পরিষেবাগুলি নিয়মিত করতে হবে, এইভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিরা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে তাদের জন্য উপলব্ধ কাজের পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন। স্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীরা তাদের অন্তর্ভুক্তির তারিখ থেকে ন্যূনতম স্কেল পাওয়ার অধিকারী হবেন। বেতন বা মজুরি এবং অন্যান্য পরিষেবা সুবিধা যা
``````````

নিয়মিত নিযুক্ত রেলওয়ে পার্সেল কুলি হল ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে।

৩. রেলওয়ে প্রশাসনের ইউনিটগুলি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে কর্মরত রেলওয়ে পার্সেল পোর্টারদের (এই ব্যাচের আবেদনকারী) স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে পারে, যারা অবসরের বয়স পূর্ণ করেননি।

৪. রেলওয়ে প্রশাসনের ইউনিটগুলিকে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক রেলওয়ে পার্সেল কুলিদের মতো স্থায়ী ভিত্তিতে শোষণ করার প্রয়োজন নেই যারা পাওয়া যায়। এই ধরনের কর্মসংস্থানের জন্য চিকিৎসাগতভাবে অনুপযুক্ত/অনুপযুক্ত।

৫. রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত এবং স্থায়ীভাবে রিট আবেদনে যোগ্য আবেদনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে রেলওয়ে প্রশাসন তাদের চাহিদার উপর নির্ভর করে রেলওয়ের জন্য অন্য কোনও ম্যানুয়াল কাজের জন্য তাদের পরিষেবা ব্যবহার করতে অক্ষম হয় না।

৬. রেলওয়ে পার্সেল পোর্টারদের স্থায়ী এবং নিয়মিত রেলওয়ে পার্সেল পোর্টার হিসেবে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে, যারা দীর্ঘ সময় ধরে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন তাদের কম সময়ের কাজের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৭. সহকারী শ্রম কমিশনারের জমা দেওয়ার প্রতিবেদনটি রেল স্টেশনগুলিতে তাদের দ্বারা করা চুক্তিভিত্তিক শ্রম কাজের সময়কাল নির্ধারণের ভিত্তিতে তৈরি করা উচিত। রেল প্রশাসন এবং ঠিকাদার এবং রিটের সমস্ত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ও আলোচনার পরে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হবে এবং জমা দেওয়া হবে। আবেদনকারী বা রিট আবেদনকারীরা নিজেরাই।

৮. নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার সময় তাদের অন্তর্বর্তী জ্যেষ্ঠতা তাদের ক্রমাগত কর্মসংস্থান এর ভিত্তিতে বিভাগ/চাকরি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

৯. চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা নিজেদের কর্মচারীদের জন্য রেল প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী দ্বারা একচেটিয়াভাবে পরিচালিত হবে, উত্তরদাতা এবং ঠিকাদারদের মধ্যে যে কোনও বিদ্যমান চুক্তি বা চুক্তি নির্বিশেষে। চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকরা সম্পর্কে তাদের চুক্তি অকাল সমাপ্তির জন্য ঠিকাদারদের দ্বারা রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা হবে না।

১০. রেল প্রশাসন আইন অনুসারে এইভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের ছাঁটাই করার জন্য স্বাধীন থাকবে। এই আদেশটি এই ধরনের ছাঁটাই -এর জন্য বাধা হিসাবে আবেদন করা হবে না।

১১. এই রায় সেইসব ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নয় যারা ইতিমধ্যেই নিযুক্ত হয়েছেন।”

৩০. এ. আই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে উল্লিখিত) তাই ভারত সরকার এবং রেল প্রশাসনকে পার্সেল পোর্টারদের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। রেল প্রশাসন এ. আই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে উল্লিখিত)-এর পরিপ্রেক্ষিতে পার্সেল পোর্টারদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ২৯শে এপ্রিল, ২০০৫ তারিখে রেলওয়ে বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির শর্ত নং (i) এবং (vii) সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে ২৪০ দিনের কাজের প্রয়োজন হয় না।

৩১. বেসরকারী উত্তরদাতা ভারত সরকারের নৈমিত্তিক শ্রমিক (অস্থায়ী মর্যাদা প্রদান এবং নিয়মিতকরণ) প্রকল্প, ১৯৯৩-এর আওতায় আসে না কারণ এই ধরনের প্রকল্পের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রেলপথ, টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং ডাক বিভাগের নৈমিত্তিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না, যাদের ইতিমধ্যে নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে।

৩২. উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বেসরকারী বিবাদীর ক্ষেত্রে, বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। বিশেষ করে, রেলওয়ের ২৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের সিদ্ধান্ত

এই আবেদনের ভিত্তিতে নিয়মিতকরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে যে বেসরকারী উত্তরদাতা এআই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে)-এর পক্ষ নন এবং তাই এর অধীনে সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী নন, ২০১৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালের ও. এ নং ১৩৪-এ পাস করা একটি আদেশের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল। এর থেকে কোনও আপিল করা হয়নি। ১৮ই অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে ২০১০ সালের ডব্লিউ. পি. সি. টি ২৫০-তে গৃহীত একটি আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট রেল কর্তৃপক্ষকে স্ক্রিনিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বেসরকারী উত্তরদাতার বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এবং এ. আই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে)-তে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে গৃহীত আদেশের নির্দিষ্ট নোটও নিয়েছিল। সময়ে সময়ে গৃহীত আদেশ এবং রেল প্রশাসনের আচরণের পরে, এটি এখন বলা যাবে না যে, বেসরকারী উত্তরদাতা এ. আই রেলওয়ে পার্সেল এবং গুডস পোর্টার্স ইউনিয়ন (উপরে)-এর সিদ্ধান্তের আওতায় আসে না বা পরিষেবাতে নিয়মিতকরণের অধিকারী নয়।

৩৩. রেল প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত হওয়া ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং আমরা এই ধরনের তালিকা থেকে খুঁজে পাই, যা বিতর্কিত নয়, যে ব্যক্তিরা করেছেন। এমনকি একদিনের জন্যও কাজ করা হয়নি। তাছাড়া,

আমাদের কাছে এমন কিছু দেখানো হয়নি যে ২৪০ দিনের একটি প্রেসক্রিপশন রয়েছে যা ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভুলভাবে দাবি করা হয়েছে।

৩৪. কোনও শূন্যপদ নেই বা বেসরকারি বিবাদীর থেকে বরিষ্ঠ ব্যক্তি আছেন এমন যুক্তির কোনও ভিত্তি নেই। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলার এক পর্যায়ে একটি পদ খালি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সামনে এমন কোনও পরামর্শ দেওয়া হয়নি যা প্রমাণ করে যে, নিয়মিতকরণের অপেক্ষায় বেসরকারি বিবাদীর থেকে সিনিয়র ব্যক্তি আছেন।

৩৫. রাম ভজন দাস এবং অন্যান্যরা (উপরে উল্লিখিত) আবেদনকারীদের নাম বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদি তারা অন্যথায় যোগ্য হন, যোগ্যতার উপর আপত্তি উপেক্ষা করে, নিয়োগের জন্য। এই ধরনের নির্দেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে জারি করা হয়েছিল। অতএব, এটি প্রস্তাবের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় যা ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

৩৬. কে আই শেফার্ড এবং অন্যান্যরা (উপরে উল্লিখিত) বিধানের অধীনে একত্রীকরণের প্রকল্পের আওতায় হস্তান্তরিত ব্যাঙ্কে চাকরি থেকে বাদ পড়া কর্মচারীদের ভাগ্য বিবেচনা করেছেন।

৩৭. সি. ললিতা (উপরে উল্লিখিত) রায় দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এই বিষয়টি নির্বিশেষে একইভাবে অবস্থিত সমস্ত ব্যক্তির সাথে একই আচরণ করা উচিত।

৩৮. তাই আমরা মনে করি যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা নিয়মিতকরণের অধিকারী। যে বিষয়টি তৈরি করা হয়েছে তার উত্তর ইতিবাচক এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে দেওয়া হয়েছে।

৩৯. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বর্তমান রিট পিটিশনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। আমরা ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত আদেশকে নিশ্চিত করি। বিতর্কিত আদেশ মেনে চলার সময় তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

৪০. খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই ২০২১ সালের W.P.C.T নং ৪৭ খারিজ করা হল।

[বিচারপতি দেবাংশু বসাক]

৪১. আমি একমত।

[বিচারপতি মহম্মদ শাব্বার রাশিদি]

<u>সংযোজন -</u>

যে রায় এবং আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তা বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়।

[বিচারপতি দেবাংশু বসাক]

৪১. আমি একমত।

[বিচারপতি মহম্মদ শাব্বার রাশিদি]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal